بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৭ নভেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো সুইডেনের ওয়াকফে নও ছাত্রীবৃন্দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ধর্মীয় পোশাক ও প্রতীককে লক্ষ করে প্রণীত ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনকে 'অন্যায়' বলে এর নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় যারা ভুগছেন সহানুভূতির সাথে তাদের চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে কথা বলেন

২১ নভেম্বর ২০২১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদী মুসলিম নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) সুইডেনের ওয়াক্‌ফে নও সদস্যাদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ছাত্রীরা সুইডেনের গথেনবার্গে অবস্থিত নাসির মসজিদে মহিলাদের নামাযের হল থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

অংশগ্রহণকারীদের একজন এ বিষয়ে পরামর্শ চান যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অনুষ্ঠানগুলোকে পরিবেশবান্ধব করতে আহমদী মুসলমানগণ কী করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সাধারণভাবে, যতদূর সম্ভব, আমাদের এমন সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত যেগুলো রিসাইকেল, অর্থাৎ, পুনরায় ব্যবহার বা নবায়নযোগ্য। আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সকল অনুষ্ঠানেই সাধারণত একটি দল থাকে যার দায়িত্ব হলো পরিষ্কার-পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা। তাদের দায়িত্বের অন্যতম অংশ হলো এটি নিশ্চিত করা যে, পরিবেশ এবং সেবা প্রদানের স্থানসমূহ যেন যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং আবর্জনা যেন যথাযথ এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে অপসারণ করা হয়।”

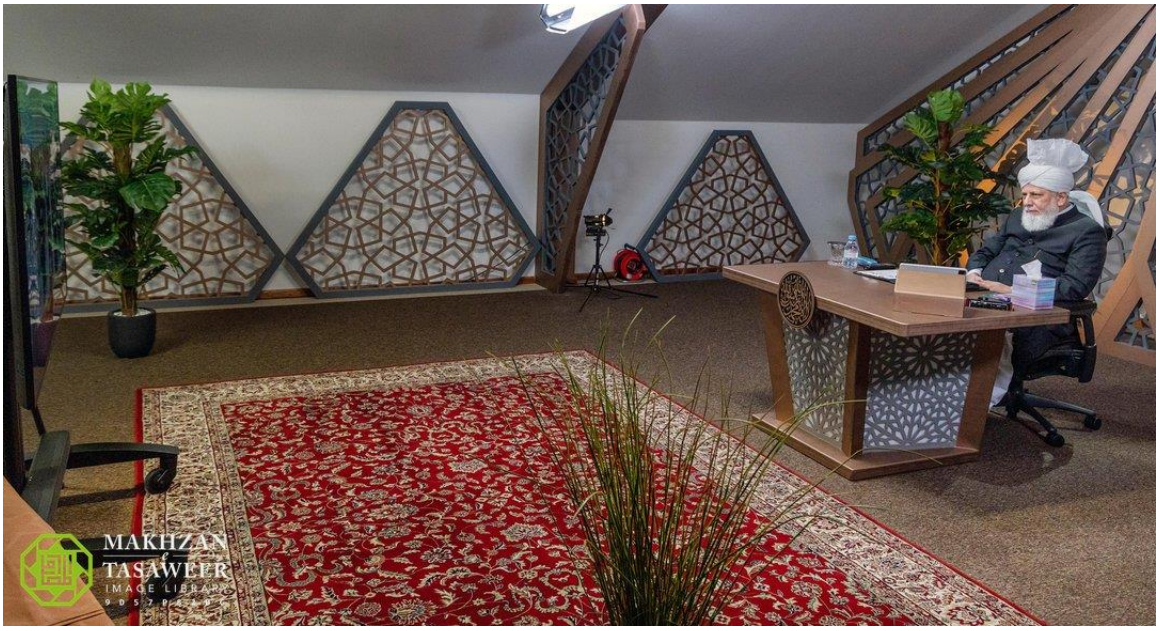

হুযূর আকদাস অনুষ্ঠানের সময়ে যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সদস্যদেরকে পরিবেশ রক্ষা এবং যথাযথভাবে আবর্জনা অপসারণের বিষয়ে সচেতন করে তোলা উচিত।

আরেকজন লাজনা সদস্যা একটি সাম্প্রতিক ইউরোপীয় ইউনিয়ন আইনের উল্লেখ করেন যেখানে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, কোন বেসরকারি নিয়োগকর্তা কোন নারীকে মাথায় স্কার্ফ পরার জন্য কর্মচ্যুত করতে পারেন। এ বিষয়ে আহমদী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এর বিপক্ষে জনগণের আওয়াজ উঠছে। এই আইন (মুসলমান নারীদের) মানবাধিকারের পরিপন্থী। কেউ যখন হিজাব পরিধান করেন, তখন তিনি তার ধর্মবিশ্বাসের কারণে তা করে থাকেন। অনুরূপভাবে, যদি কোনো ইহুদী পুরুষ, যিনি তার মাথায় ছোট টুপি পরিধান করে থাকেন, তাকে যদি সেটি পরতে নিষেধ করা হয় অথবা কোন মুসলমান পুরুষকে তার টুপি পরতে বা কোন শিখ ব্যক্তিকে তার পাগড়ী পরতে নিষেধ করা হয় — সেটি অন্যায় এবং এমন নিষেধাজ্ঞাসমুহ মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণ। ... আমাদের সদস্যদের উচিত বিদ্যমান আইনগত পদ্ধতিতে এই আইনের বিরোধিতা করা এবং এর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানো। তাদের এর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা উচিত। স্মরণ রাখবেন যে, এই আইনগুলো যেগুলো বিভিন্ন আইন সভায় প্রণীত হয় সেগুলো ঐশ্বরিক আইন নয় যে চিরদিন অপরিবর্তিত এবং বহাল থাকবে। যদি এমন অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে জনগণ তাদের আওয়াজ উচ্চকিত করে তবে এমন এক সময় আসবে যখন এই আইনগুলো সংশোধিত হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“তারা যা করছে তা অন্যায় করছে। একদিকে তারা মানবাধিকার রক্ষার দাবি করে আর অপরপক্ষে তারা মুসলমান নারীদেরকে তাদের ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সুতরাং, আপনাদের এর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লেখা উচিত আর আহমদী মেয়েদের উচিত সুইডিশ ভাষার সংবাদপত্রে এবং ইউরোপ জুড়ে প্রচারিত সংবাদপত্রেও লেখা।

যেখানেই কারো সুযোগ রয়েছে অথবা যখনই কারো কোন অবকাশ সৃষ্টি হয় (অসম্মতি প্রকাশের) সেখানেই তার সেই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। আমি এ বিষয়ে পূর্বেও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছি আর তাই আপনাদের লেখা উচিত যে, যারা এমন আইন প্রণয়ন করে থাকেন তারা প্রকৃতপক্ষে মৌলিক মানবাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ এবং এর লঙ্ঘন করছেন। যদি কোন ব্যক্তি থাকেন যার মাঝে সম্ভাবনা থাকে এবং উন্নত মেধাগত যোগ্যতা থাকে — দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন নারী যিনি একজন ভালো বিজ্ঞানী, অথবা এমন কোন নারী যিনি একজন যোগ্য ডাক্তার অথবা সার্জন, তাকে তার নিয়োগকর্তা কেবলমাত্র হিজাব পরিধানের জন্য চাকরিচ্যুত করতে পারেন। এটি অন্যায় এবং সাধারণ বোধবুদ্ধির পরিপন্থী। এটি তাদের সম্ভাবনার এক অপচয়। এটি মেধাবীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রশ্ন। সুতরাং, আপনাদের এই আইনের বিরুদ্ধে লেখা উচিত এবং চেষ্টা-তদবির করা উচিত। শোর তুলুন, আর যদি আপনারা তা করেন, তবে এই সকল দেশে আওয়াজ ওঠানোর মাধ্যমে অনেক কিছুই অর্জন করা সম্ভব।"

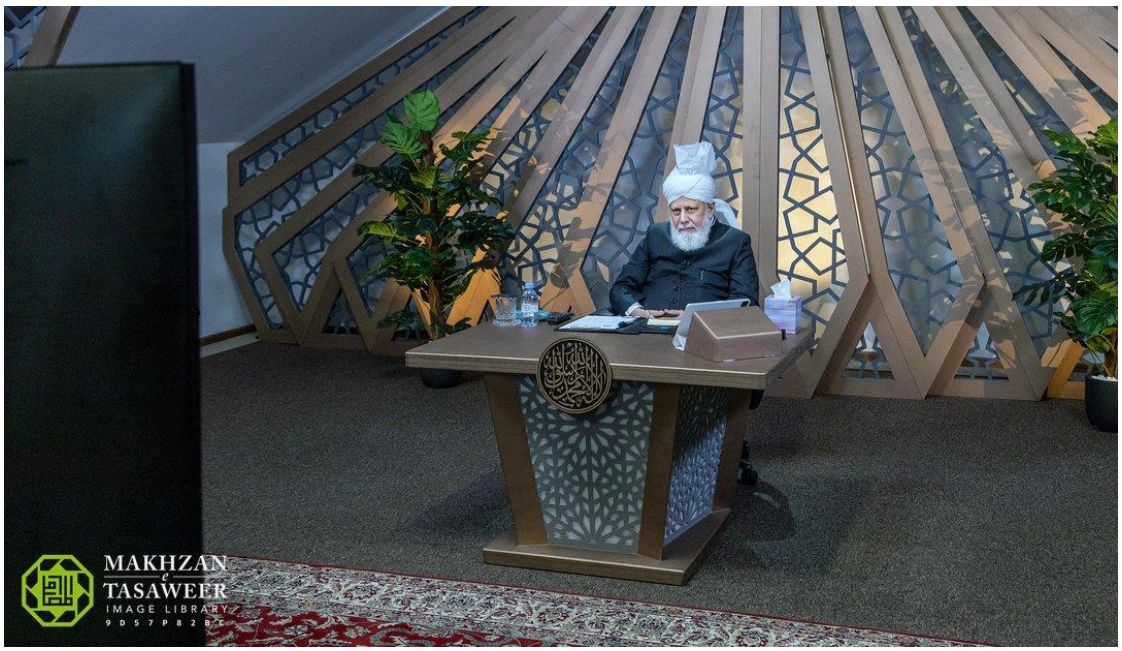

আরেকজন প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞাসা করেন, এটি বলা যথাযথ হবে কি না যে, আহমদীয়া খিলাফতের পাশ্চাত্যে হিজরতের মাধ্যমে "সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে"— এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পরিপূর্ণ হয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ভবিষ্যৎবাণীটি এই অর্থে পূর্ণ হচ্ছে যে, প্রকৃত ইসলামের বাণী পশ্চিম থেকে ছড়ানো হচ্ছে। খিলাফত যেহেতু এখন পাশ্চাত্যে, তাই আপনি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়টির এ রকম ব্যাখ্যা করতে পারেন। এমন ব্যাখ্যা করতে কোন আপত্তি নেই। তবে, এর প্রকৃত অর্থ এই যে, তবলীগের (ধর্মপ্রচার) মাধ্যমে এমন এক সময় উদিত হবে যখন পাশ্চাত্য জগতে মানুষ বড় সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করবে। যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবেন, যেমনটি রোমান শাসনকালে হয়েছিল যখন রোমান বাদশা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন ইসলামের বাণী পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং, এর অর্থ এই যে, যেখানে আমাদের এর জন্য দোয়া করা উচিত, সেখানে আমাদের ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য এবং নিজেদের অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার জন্য আমাদের প্রয়াস গ্রহণ করা উচিত, যেন পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মানুষ এই ধর্ম অনুধাবন এবং গ্রহণ করতে শুরু করে। যখন এসব দেশের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন ইসলামের বাণী দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, সবদিকে।"

যারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে ততখানি গুরুত্ব দেন না যতখানি শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে দিয়ে থাকেন, ঐ সকল ব্যক্তির জন্য হুযূর আকদাসের পরামর্শ চান একজন লাজনা সদস্যা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে গুরুত্ব প্রদান করেন না, তারা অত্যন্ত অজ্ঞ। যাদের মধ্যে বিষণ্নতা বা অন্য কোনো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, অথবা ঐ সকল শিশু কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যারা অটিস্টিক বলে শনাক্ত হন, তাদেরকে যথাযথ সহায়তা এবং চিকিৎসা প্রদান করা উচিত। আমাদের উচিত তাদের দেখাশোনা করা। সম্ভাব্য যে চিকিৎসা পাওয়া যায়, তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সযত্ন সহানুভূতির সাথে লক্ষ রাখা উচিত। যারা এমনটি করে না তারা অত্যন্ত অজ্ঞ।”

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে আল্লাহ্ তা’লার সাথে একটি শক্তিশালী বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমার প্রতিদিনের নামায এমনভাবে আদায় করো যেন তুমি তোমার নামাযে পরিতৃপ্তি লাভ করো। যদি তুমি তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়ো তাহলে আল্লাহ্ তা’লার সাথে তোমার পক্ষে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। যদি তুমি তোমার বন্ধুর বাসায় যাও এবং তাদের বাড়ির দরজায় ঘণ্টা বাজাও, এরপর তাদের সাথে কেবল বাইরে থেকেই সালাম বিনিময় করে দ্রুত সেখান থেকে চলে আসো, তাহলে তোমার সেই বন্ধু ভাববেন এ কেমন ধরনের বন্ধু যাকে আমন্ত্রণ জানানোর পরও ঘরের ভিতরে আসলো না, চা পান করল না, আলাপচারিতাও করলো না আর সাথে কিছুটা সময়ও কাটালো না — বরং, কেবল বাইরে থেকেই সালাম জানিয়ে বিদায় নিলো! সে কেমন করে বন্ধু হতে পারে? সে ভালো বন্ধু হতে পারে না। নিকটের বন্ধু তারা যারা একসাথে বসে এবং একে অপরের সাথে কথা বলে এবং নিজেদের আনন্দ এবং নিজেদের দুশ্চিন্তা একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয়। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তা’লার সাথে কারো সংযোগ করতে হলে, আল্লাহ্ নামায পড়ার কথা বলেন। খোদার ইবাদত আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আর তাই আমাদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করা উচিত। এই উদ্দেশ্য পূরণের সর্বোত্তম পন্থা হলো এমনভাবে নামায আদায় করা যেন তুমি গভীরভাবে অনুভব করো যে, আল্লাহ্ তা’লার সাথে তোমার একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা’লা তোমার কথা শুনছেন।”